কালের কণ্ঠ

25 NOV 2013

পাঁচ বছরেও হয়নি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড

৩০ লাখ পরীক্ষার্থী নিয়ে বিপাকে অধিদপ্তর ও নেপ

শরীফুল আলম সুমন ▸

প্রতিবছর এসএসসিতে প্রায় ১২ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এ পরীক্ষার জন্য সারা দেশের আটটি বোর্ড কাজ করে। সে হিসেবে প্রতিটি বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় দেড় লাখেরও কম। বোর্ডগুলোকে এই সংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিতেও হিমশিম খেতে হয়। এদিকে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেটে (পিএসসি) এবার অংশ নিচ্ছে প্রায় ৩০ লাখ পরীক্ষার্থী। অথচ এত বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য পাঁচ বছরেও গঠিত হয়নি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড। তাই পিএসসি পরীক্ষা গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বেশ বিপাকেই রয়েছে বলে জানা যায়। বারবার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বেশ কঠিন সময় পার করছে তারা। বোর্ড ছাড়া কোনোভাবেই সুষ্ঠু পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় বলে অভিমত শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। আর খুদে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় উদ্বেগেই আছেন অভিভাবকরা।

> বারবার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বেশ কঠিন সময় পার করছে তারা। বোর্ড ছাড়া কোনোভাবেই সুষ্ঠু পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় বলে অভিমত শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। আর খুদে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় উদ্বেগেই আছেন অভিভাবকরা

এসব বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী গতরাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, '৩০ লাখ পরীক্ষার্থীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বোর্ড খুবই দরকার; যদিও বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নেপ কাজ করছে। কিন্তু তাদের তো অন্য কাজও আছে। ফলে সব কিছু সামাল দিতে গিয়ে কিছু সমস্যা তো হচ্ছেই। মূলত অর্থের অভাবেই বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া আটকে আছে। শিক্ষা আইনে বোর্ড গঠনের কথা বলা হলেও এখনো যেহেতু তা পাস হয়নি, তাই কোন আইনে এ বোর্ড গঠন করা হবে সে বিষয়েও ঝামেলা রয়েছে।'

গত ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে পিএসসি ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। গতকাল রবিবার পর্যন্ত গণিত, বাংলা ও ইংরেজি এই তিন বিষয়ের পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও তিনটি বিষয়েরই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলা প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এ ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষারও ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ প্রশ্নের মিল পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের কারণে গত শনিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে।

বারবার প্রশ্ন ফাঁসে দুশ্চিন্তায় আছেন অভিভাবকরা। ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার পরও আরেকজন প্রশ্ন পেয়ে তাঁর সন্তানের সমকক্ষ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। সালাউদ্দিন সরকার নামে উদয়ন স্কুলের এক ছাত্রের অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার ছেলের বইয়ের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সব কিছুই মুখস্থ। স্কুলের পরীক্ষায়ও তার ফল ভালো। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এতে মেধার মূল্যায়ন হবে না। আর যদি সরকার সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে না পারে, তাহলে এত তাড়াহুড়া করে পিএসসি চালুর প্রয়োজন ছিল না।'

এ ছাড়া ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় গতকালের ইংরেজি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর শুরু হয়। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বদলে পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঢাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ায় এ বিলম্ব হয় বলে জানা গেছে। এ উপজেলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী থাকলেও পরীক্ষার আগে প্রশ্ন অবশিষ্ট ছিল মাত্র ৫০০টি। পরে ফটোকপি করে আড়াই ঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয়। এ ভোগান্তির জন্য পরীক্ষা গ্রহণে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকাকেই দায়ী করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

এসব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ গতরাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া আলোচনার মধ্যে আছে। বিষয়টির অর্থপ্রাপ্তির ওপর নির্ভর করছে। আর প্রশ্ন ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে অধিদপ্তরের কোনো দায়ভার নেই। কারণ প্রশ্ন তৈরি করে নেপ আর ছাপায় বিজি প্রেস। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বোর্ড দরকার।'

দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা পিএসসি শুরু হয় ২০০৯ সালে। ওই বছর অংশ নেয় ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৫ জন। পরের বছর থেকে শুরু হয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষাও। ২০১০ সালের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৮৮ হাজার ১৪৮। ২০১১ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৫। ২০১২ সালে অংশ নেয় ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ জন। এ বছর দুই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন পরীক্ষার্থী।

গত পাঁচ বছরে প্রায় আট লাখ পরীক্ষার্থী বাড়লেও প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের কার্যক্রম একেবারেই থেমে আছে বলে জানা যায়। ফলে পরীক্ষা গ্রহণে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল তৈরিতেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে পিএসসির খাতা দেখা ও ফলাফল তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে। বৃত্তিপ্রাপ্তির আশায় ভালো ফলের জন্য উত্তরপত্রে নম্বর বেশি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সব মিলিয়ে পিএসসি নিয়ে বেশ বিপাকেই আছে অধিদপ্তর। অথচ এসএসসির খাতা চলে আসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে। সেখান থেকেই কঠোর গোপনীয়তায় সব কিছু করা হয়।